তারাশঙ্করের

আরোগ্য নিকেতন

অরোরা নিবেদিত ও পরিবেশিত

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

আরোগ্য নিকেতন

কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় **সংগীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বিজয় বসু

গীতরচনা : প্রণব রায়
শব্দগ্রহণ : সমর বসু,
ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য)
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র।
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : ধীরেন দাস।
রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ্র।
কেশবিন্যাস : শেখ ফরহাদ।

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী।
শিল্প নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী
পরিস্ফুটন : অনিল মুখোপাধ্যায়।
স্থিরচিত্র : কোয়ালিটি ফটো সার্ভিস
ব্যবস্থাপনা : সমর বসু।
প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন

পরিচালনা ও সম্পাদনা সহযোগী : প্রণব ঘোষ

* রবীন্দ্রনাথের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত *

● নেপথ্য কণ্ঠসংগীত ●

॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥

● সহযোগীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : নির্মলেন্দু ভদ্র। সংগীতে : রবি রায়চোধুরী। চিত্রগ্রহণে : অনিল ঘোষ, সুধাময় ঘোষ। শব্দগ্রহণে : অমর চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ সেন, রবীন সেনগুপ্ত (বহির্দৃশ্য) শিল্প নির্দেশনায় : প্রফুল্ল মল্লিক। পরিস্ফটণে : হারাধন দাস, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ ঘোষাল, অসীম গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব সেনগুপ্ত, অরুণ মিত্র, মৃণাল খাঁ, ধ্রুব দাস। রূপসজ্জায় : স্বপন চন্দ্র। কেশ বিন্যাসে : কৃষ্ণ রায়। ব্যবস্থাপনায় : সুনীল ঘোষ, হরিপদ দাস, গয়ারাম। তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : সুশীল চক্রবর্ত্তী, অমূল্য দাস, অটল দে। মঞ্চনির্মাণে : মলিন ঘোষ, ভগবত শর্মা, বিজয় সর্দার, কমল দাস, নব দাস, বাদল দাস। আলোক সম্পাতে : লক্ষ্মী গোস্বামী, ত্রিপদ দাস, হারু দাস, সুভাষ সরকার। প্রচার অংকণে : এস, স্কোয়ার ও বারীণ গুপ্ত।

● চরিত্র চিত্রণে ●

বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, ইন্দিরা দে, রমা দাস, সরস্বতী দাস, ৺জহর গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘাষ, দিলীপ রায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, ধীরাজ দাস, শিশির মিত্র, সুধীর আইচ্, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাময় ঘোষ, রবীন ভট্টাচার্য, হারাধন দাস, শ্রীমান প্রদীপ ঘোষ।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

ইস্টার্ণ রেলওয়েজ, ওয়েস্টার্ণ টকীজ (বীরভূম), সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, চিন্পাই জুনিয়ার হাইস্কুল, শচীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকামোহন সেন (এটর্নী), সুচিত্র দত্ত, শৈলেশ নাথ, মডার্ণ ডেকরেটার্স, হসপিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, এইচ. মুখার্জি এ্যাণ্ড ব্যানার্জি সার্জিক্যাল প্রাঃ লিঃ, কবিরাজ হৃদয় ভূষণ গুপ্ত, কবিরাজ জ্যোতিষ চন্দ্র সেন, ভক্তিভূষণ মিশ্র (ষ্টেশনমাষ্টার চিন্পাই)।

॥ অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত ॥

কাহিনী

মহৎ আশয় অর্থাৎ মহৎ অন্তঃকরণের অধিকারী যিনি, লোকে তাঁকেই বলে 'মহাশয়'।

নবগ্রামের সেনেরা এই উপাধি লাভ করেছিলেন, লোকে বলত—মশায়। মশায় কাকা। মশায় দাদা। যার সঙ্গে যেমন সুবাদ।

"আরোগ্য নিকেতন" এই মশায়দের কবিরাজখানার নাম। ভেতরের দেওয়ালে লেখা "লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং"। যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন। সংসারে আরোগ্য লাভই শ্রেষ্ঠ লাভ।

সে লেখা আজ বিবর্ণ হয়ে গেছে। দেওয়ালের বহু জায়গায় নোনা ধরেছে, চূণবালি খসে পড়ে ইঁট বেরিয়ে আছে। গুটিকয়েক পুরানো রোগী আজও আসে। তাতেই এক রকম চলে যায়।

দুটিতো মোটে প্রাণী। জীবন মশায় আর আতর বৌ।

একটি ছেলে ছিল। অনেক আশা নিয়ে তাকে ডাক্তারী পড়তে পাঠিয়েছিলেন জীবন মশায়। কত স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে নিয়ে। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করে আনবে, মশায় বংশের আশয়কে বিপুল করে তুলবে। সে স্বপ্ন তাঁর মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। পথভ্রষ্ট হয়েছিল তার পুত্র।

জীবনের সকল দুঃখ ব্যর্থতার উদ্ভব ওইখান থেকেই। এই-জন্যেই পরমানন্দ মাধবকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। অতৃপ্ত ক্ষুব্ধ অন্তর অমৃত পায় না।

তবু একটি বিশ্বাস তিনি হারাননি। জীবনে না পান, মৃত্যুতে সেই অমৃতের আস্বাদ তিনি পাবেন। মৃত্যু পরমানন্দস্বরূপ। মৃত্যু আসবে মাধবের রূপ ধরে।

কিন্তু কবে? কত দেরী আর? বসে বসে নিজের নাড়ী দেখেন, কালের পদধ্বনি শোনা যায় কি না!

এই দুর্লভ শক্তি তিনি আয়ত্ত করেছেন। নিজের ছেলের ক্ষেত্রেও নাড়ী দেখে তার মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। লোকে বলেছিল নিষ্ঠুর। আতর বৌও ধিক্কার দিয়েছিলেন। তিনি স্থিরকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি নিরুপায় আতর বৌ। আমি মশায় বংশের সন্তান, মিথ্যা আমার বলতে নেই।'

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ভুবনেশ্বর রায় এসেছিলেন মশায়ের কাছে। নাড়ী দেখে মশায় বুঝেছিলেন, আর খুব বেশী দেরী নেই। তাঁকে পরামর্শ দিলেন যত তাড়াতাড়ি হয়, নাতনীর বিবাহ দিয়ে সাংসারিক দায় চুকিয়ে দিতে।

শুনে, রাগে ফেটে পড়েছিল হাসপাতালের নতুন ডাক্তারটি। জীবন মশায়কে বলেছিল ক্রিমিন্যাল। আরও বলেছিল, 'এটা মরার যুগ নয় এটা বাঁচার যুগ। এ যুগে এ ভাবে নিদান হাঁকবেন না। আজকের চিকিৎসা শাস্ত্র কত উন্নত হয়েছে আপনি তা জানেন না।'

সেই গোপন ক্ষতের উপর আঘাত পড়েছিল। পথভ্রষ্ট পুত্র·····সেই আশা ও আশাভঙ্গের বেদনাদায়ক স্মৃতি।

নিজের নাড়ী ধরে বসলেন মশায়। আর কত দেরী? তবু ছেলেটির প্রতি এক বিচিত্র আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন।

সদ্য পাশ করা ডাক্তার। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার ধারক। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

নামটিও তেমনি। প্রদ্যোৎ, অর্থাৎ দীপ্তি, রশ্মি। নবোদিত সূর্যের আলোকরশ্মি। সন্ধ্যার সূর্য থেকে সকালের সূর্য একটু প্রখরই হয়। প্রখর হলেই উগ্র হবে। এ তাই। বয়সের স্বভাব ধর্ম।

অভিমান জয় করেছিলেন মশায়। স্নেহে শ্রদ্ধায় দুই বাহু প্রসারিত করেছিলেন প্রদ্যোৎ-এর উদ্দেশে।

কিন্তু প্রদ্যোৎ ক্ষমাহীন।

কেন?

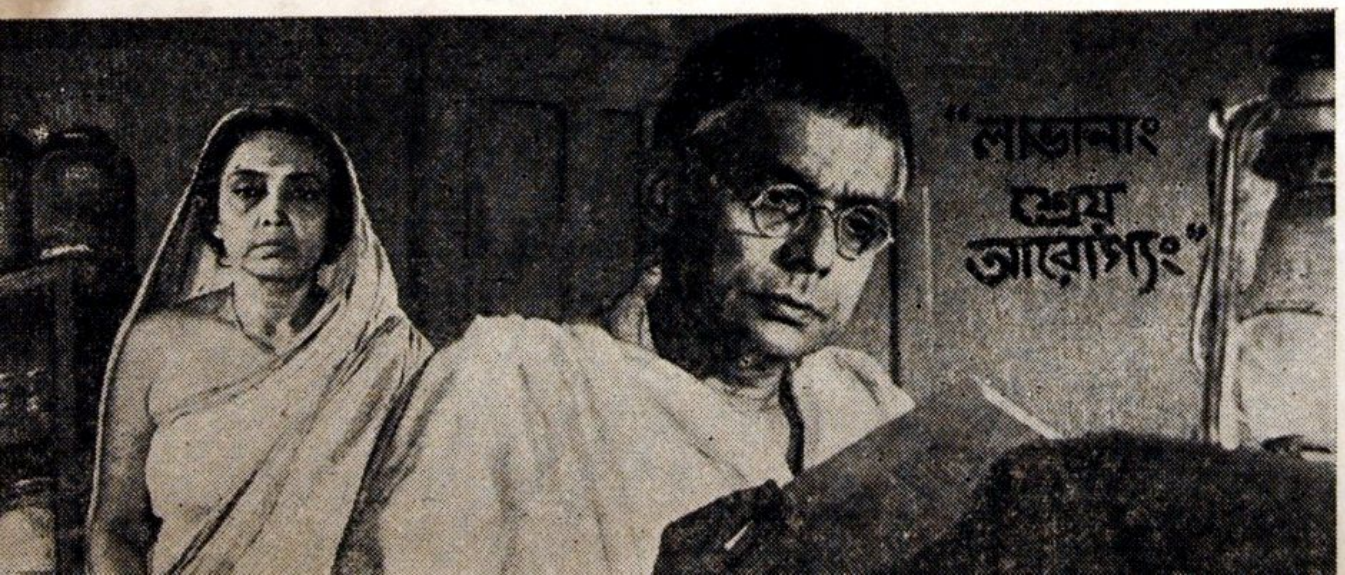

সঙ্গীত

(১)

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীত সুধারসে এসো ॥

কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয় প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো ॥

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া, হে উদারনাথ, রাজসমারোহে এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।

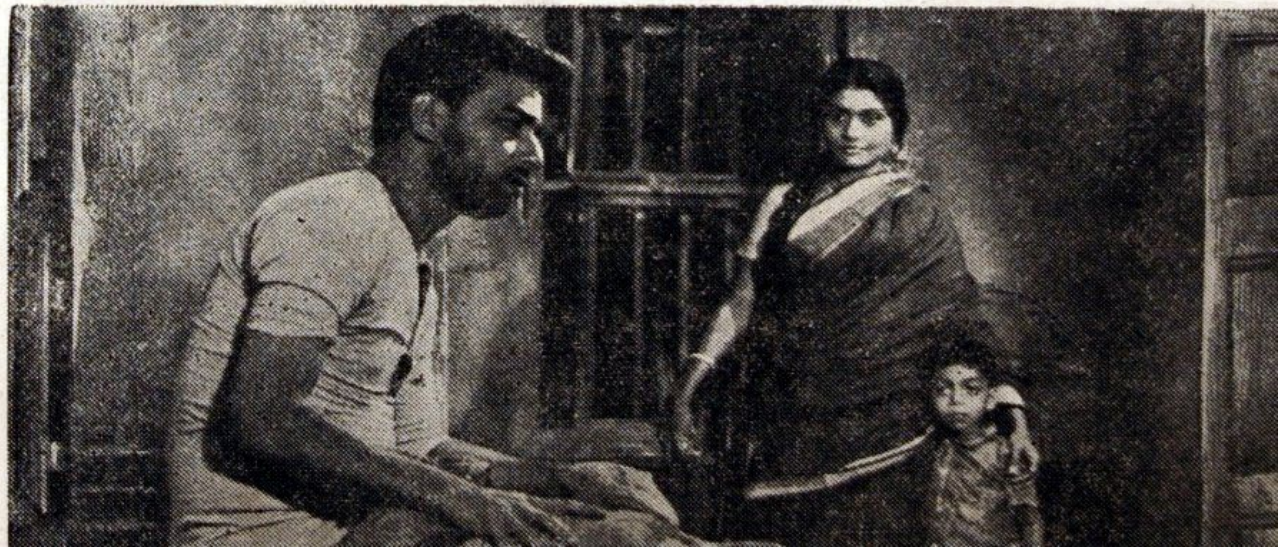

(২)

(কেন) বন-কোয়েলা ডাকে ভালো লাগে না যে,
ফুল বলে, 'সহেলি গো সাথী কোথায় ?'
ফাগুনের বাঁশিতে গান ভরা স্বপ্ন,
আজ শুধু দু'জনায় কুজনের লগ্ন,
মোর চোখে পথ চাওয়া সে কি পথ ভুলেছে ?
রাত হ'ল মধুরাতি তারি আশায় ॥

দুটি হাতে কাঁকনের রিনিঝিনি ছন্দ,
কবরীতে মালতীর একি মধু গন্ধ
হৃদয়ের যত সাধ গাঁথা আছে মালাতে ;
মালা বলে, "দুলিব গো তারি গলায়।"

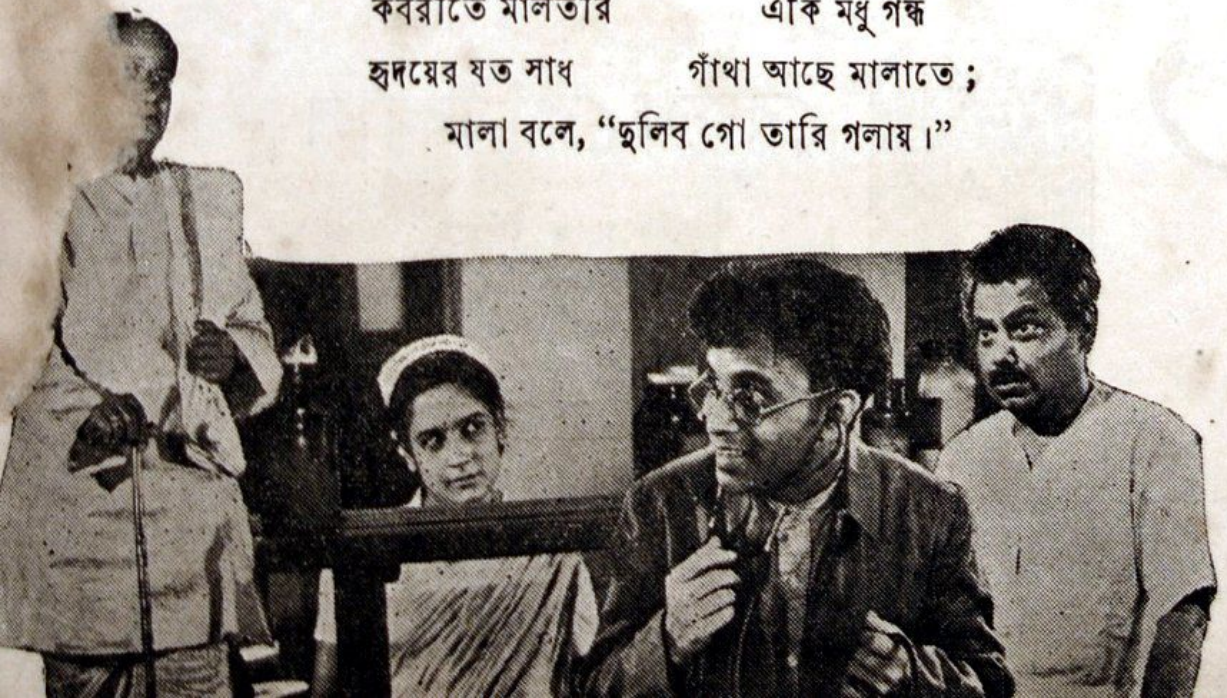

(৩)

বাজে না নূপুর পায়ে, দোলে না'ক মালা
শাওনিয়া মেঘ যেন সজল নয়নে,
নটবর শ্যাম বুঝি প্রাণে ব্যথা দিয়েছে,
অভিমানী রাই বলো সহিবে কেমনে ?
নিলাজ নিঠুরে কেন মন দিলি হায় ?
শত রাধা মরেছে যে তারি ছলনায় ॥

[গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনুন]

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ভেষজগুণ সম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও মসৃণতা অক্ষুণ্ণ রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

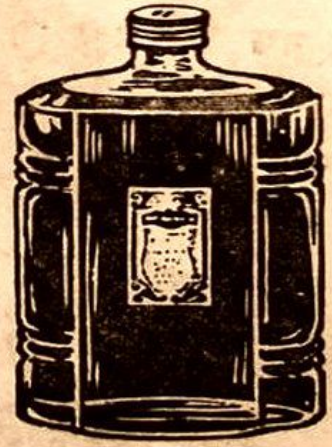

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ এর প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত ও
সুমুদ্রণ, ১০৪ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত
॥ সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ॥